প্রশ্ন: বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের মাধ্যমে কিভাবে রসনিষ্পত্তি ঘটে আলোচনা কর।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্য বা নাটকের মূল লক্ষ্য হলো রসাস্বাদন। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের বিখ্যাত রসসূত্রে বলা হয়েছে:

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ রসনিষ্পত্তিঃ"

অর্থাৎ, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী (বা সঞ্চারী) ভাবের অলৌকিক মিলনেই রসের সৃষ্টি বা নিষ্পন্ন ঘটে। সহজ কথায়, মানবচিত্তে কয়েকটি স্থায়ী আবেগ বা ভাব সহজাতভাবে লুকানো থাকে—যেমন রতি (প্রেম), শোক, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় স্থায়ী ভাব। সাধারণ জীবনে এই আবেগগুলো যা দিয়ে জাগে, নাটকে বা কাব্যে সেগুলোকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয় বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের মাধ্যমে। যখন এই তিনটি উপাদান একসাথে মিলে ক্রিয়া করে, তখন পাঠকের বা দর্শকের মনে স্থায়ী ভাবটি জাগরিত হয়ে 'রসে' পরিণত হয়।

ভরতের আলোচ্য সূত্রটি ভালোভাবে বুঝতে হলে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব কাকে বলে এবং কিভাবে তার রসনিষ্পত্তি ঘটে বিস্তৃত আকারে তা জানা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে স্থায়ীভাবগুলিরও পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

১) বিভাব : বিভাব শব্দের অর্থ হ'ল কারণ, অর্থাৎ রসানুভূতির কারণ। লৌকিক জগতের সবকিছুই আমরা বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি। কেউ মারা গেলে শোকভাবে আচ্ছন্ন হই, বিসদৃশ কিছু দেখলে হাসি জাগে, আবার ভূমিকম্পের মত ঘটনা ঘটলে মনের মধ্যে ভয় জাগে। এই ভাবগুলি সবই লৌকিক জগতের বিষয়। মনের মধ্যে এই ভাবগুলি জাগ্রত হওয়ার পিছনে বিশেষ কতকগুলি কারণ বা ঘটনা থাকে। যেমন- কেউ মারা যাওয়া, বিসদৃশ কিছু দেখা কিংবা ভূমিকম্প হওয়া। ভাবগুলি যেমন লৌকিক জগতের বিষয় তেমনি ভাবের কারণগুলিও হল লৌকিক। কিন্তু এগুলিই যখন অলৌকিক কাব্যে বা নাটকে নিবেশিত হয় তখন তাদের বিভাব বলে। অর্থাৎ লৌকিক জগতে যা বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধক কাব্যে বা নাটকে নিবেশিত হলে তাকেই বিভাব বলে। লৌকিক জগতের রাম, সীতা, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রত্যেকেই হলেন কারণ। এঁরাই যখন কবিদের হাতে পড়ে কাব্যের চরিত্র হয়ে উঠেছেন তখনই হয়ে গেছেন বিভাব। এই বিভাব আবার দু রকমের 'আলম্বন বিভাব' ও 'উদ্দীপন বিভাব'।

* **আলম্বন বিভাব :** আলম্বন শব্দের অর্থ হল বিষয় বা চিত্তবৃত্তির বিষয়। আমাদের চিত্তের যত কিছু বৃত্তি বা বিকার আছে তা কোনো না কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে উদ্ভূত হয়। প্রধানতঃ যে বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকেই আলম্বন বিভাব বলে। যেমন- 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে রতিভাব বা শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে তার আলম্বন বিভাব হলেন শকুন্তলা। এই আলম্বন বিভাবকে আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে আশ্রয় আলম্বন ও বিষয় আলম্বন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক পদেই যে রতি নামক স্থায়ীভাব আছে তার আশ্রয় হলেন শ্রীরাধিকা। তাই শ্রীরাধিকা হলেন আশ্রয় আলম্বন। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে রাধার মনে 'রতি' নামক স্থায়িভাব জাগ্রত হয়।

***উদ্দীপন বিভাব :** যে সব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অলৌকিক ভাব বা রসের উদ্দীপনে সহায়তা করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। মনের মধ্যে কোনো ভাব উদ্দীপিত করতে গেলে তার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা আবশ্যক। পরিবেশের আনুকূল্য না পেলে ভাব উদ্দীপিত হতে পারে না। তাই দেখা যায় বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরাধিকার অন্তরে রতিভাবের উদ্বোধনে কালো কালিন্দীর জল, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠবর্ণ, কালো চুল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এগুলির সূত্রেই তাঁর কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। রধিকার অন্তরে এগুলি উদ্দীপনা জাগিয়েছে বলে এর সবগুলোই উদ্দীপন বিভাবের উদাহরণ।

২) অনুভাব : 'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পশ্চাৎ-(অনু) ভাবিতা (ভাব)। অর্থাৎ ভাবের পশ্চাতে যা আসে বা প্রকাশ পায় তাকে অনুভাব বলে। ব্যবহারিক জগতে আমাদের হৃদয়ে যখন কোন ভাব জন্ম নেয় তখন বিভিন্ন শরীর চেষ্টার দ্বারা আমরা তা প্রকাশ করি। যেমন- খুব রেগে গেলে আমাদের শরীর ঠকঠক্ করে কাঁপতে থাকে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে চোখ দিয়ে জল পড়ে। লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের এ জাতীয় আচরণগুলি যদি কাব্যে বর্ণিত হয় তবে তাকে অনুভাব বলে। মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যেসব স্বাভাবিক বিকার বা উপায়ে তা বাইরে প্রকাশিত হয়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য কাব্য বা নাটকের অনুভাব। ইংরেজিতে বলতে গেলে এগুলিকে Emotion এর Expression বলা যেতে পারে। Expression ছাড়া কোনো Emotion যেমন স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না তেমনি অনুভাব ছাড়াও ভাবের স্ফূর্তি ঘটে না। অন্তরের মধ্যে ভাবোদয়ের কারণ হল বিভাব, আর সেই কারণের কার্য হল অনুভাব। বিভাবের মত অনুভাবগুলিও হ'ল অলৌকিক।

৩) ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব : ‘ব্যভিচারী’ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল বি (বিশেষ) অভি (স্থায়ীর অভিমুখে) চর (চারণ করে) যারা। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব স্থায়ীভাবের অভিমুখে চারণ করে তাদের ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলে। ব্যভিচারী স্থায়ীভাবের মতই কিছু ভাব। কিন্তু স্থায়ীর সঙ্গে তার পার্থক্য হল তারা স্থায়ীর অভিমুখে বিচরণ করে। তারা স্থায়ীর মধ্যেই কখনো ডোবে, আবার কখনো ভেসে ওঠে। স্থায়ীর মত এই ভাবগুলি মনের মধ্যে বহুল রূপে প্রতীয়মান নয়, তা কখনই মনের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে থাকে না। মূল ভাবগুলির সূত্রে তারা মনের মধ্যে চলাফেরা করে মূল ভাবেরই পুষ্টি সাধন করে। স্থায়ীভাবের মধ্যেই এদের উদয় এবং বিলয় ঘটে। স্থায়ীভাবগুলি যেমন রসে রূপান্তরিত হতে পারে, ব্যভিচারী ভাবগুলি তেমন পারে না। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের কোনো রসরূপ নেই। আলংকারিগণ তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করেছেন। আলংকারিকগণ তেত্রিশটির মধ্যে ব্যভিচারীভাবকে সীমিত রাখলেও এই ভাবগুলির সংখ্যা কখনই তেত্রিশ হওয়া সমীচীন নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নানারকম নতুন ভাবের জন্ম নিচ্ছে, যা বহুযুগ আগে সংস্কৃত আলংকারিকগণ ভাবতে পারেননি। বর্তমানে এমন সমস্ত ভাব মানুষের মনে জন্ম নেয় যা স্বরূপত তেত্রিশটি ভাবের থেকে আলাদা। আচার্য ভরত আলংকারিকদের দ্বারা উল্লেখিত তেত্রিশটি ব্যভিচারীভাবকে ‘রাজঅনুচর’ বলেছিলেন এবং শারদাতনয় এগুলিকে সমুদ্রের ‘তরঙ্গ’ বলে উল্লেখ করেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র থেকে উঠে সমুদ্রের বুকেই বিলীন হয়, ব্যভিচারীভাবগুলিও তেমনি স্থায়ীভাব থেকে উদিত হয়ে স্থায়ীভাবের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঢেউবিহীন সমুদ্রের অস্তিত্ব যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি ব্যভিচারী বিহীন স্থায়ীভাবের রসত্ব অকল্পনীয়।

অর্থাৎ যখন এই তিনটি উপাদান অভিনয়ে বা কাব্যপাঠে এমন সমন্বিত হয়, তখন সহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের মনে ঘুমিয়ে থাকা ‘স্থায়ী ভাব’টি সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এক অলৌকিক আনন্দময় অনুভূতিতে রূপ নেয়। এই অলৌকিক আনন্দময় অবস্থাই হলো ‘রস’। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের মাধ্যমে কিভাবে রসনিষ্পত্তি ঘটে।